আমাদের খাদ্য সংকট মোকাবিলার পথ*
- মো. আনিসুর রহমান

১. দর্শনঃ

বাম শিবিরে দেশের খাদ্য সমস্যার ওপর কিছু বলতে আহ্বান পেয়ে প্রথমেই বলা প্রয়োজন মনে করি যে আমি মার্কসবাদী নই, মানববাদী। কার্ল মার্কসও আমি যতদূর জানি ”মার্কসবাদী” ছিলেন না, মানববাদী-ই ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন সৃষ্টিশীল শ্রমিকশ্রেণী তার নিজের ইতিহাস নিজে রচনা করবে। রবীন্দ্রনাথের ’আত্মশক্তি’ দর্শনও একই মানববাদী দর্শন ছিল যদিও এই দর্শনের বাস্তবায়নের পথে এগোবার প্রশ্নে ও তার বিশ্লেষণের কাঠামোতে দুজনের ভিন্নতা ছিল। আরো বলা প্রযোজন যে এই মানববাদী দর্শন মানুষের অর্থনৈতিক দারিদ্রকে বড়ো সমস্যা বলে জ্ঞান করে না যে সমস্যাকে এদেশের বাম মহলের অনেকেও বড়ো করে দেখছেন বলে মনে হয়। অর্থনৈতিক দারিদ্র সৃষ্টিশীল মানুষের জীবনের একটি অবস্থা, একটি সমস্যা, যে সমস্যাকে তারা কখনো অগ্রাধিকার দিতে পারে তার সৃষ্টিশীল মোকাবিলার জন্য। কিন্তু কখনো চরম অর্থনৈতিক দারিদ্রের মধ্যেও অন্য কোন সমস্যা - যেমন নারীত্বের অবমাননা, না খেয়ে হলেও আগে নিজের শিল্পসত্ত্বা চরিতার্থ করবার তৃষ্ণা - তার কাছে অগ্রাধিকার পেতে পারে[১]। তা ছাড়া, সব মানুষের জীবনকালে সকলের একই সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক দারিদ্র সমস্যার সমাধান কখনোই হতে পারে না, কোন কম্যুনিষ্ট দেশেই হয় নি, এই পথে শুধু বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন গতিতে অগ্রগতি হয়েছে, এবং অগণিত মানুষ দরিদ্র থেকেই মৃত্যু বরণ করেছে, শুধু সে তার সৃষ্টিশীলতা দেখাবার সুযোগ পেয়ে থাকলে বিশ্বকে দেখিয়েছে সে চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও কী করতে পারে, এবং এটাই তার জীবনের সার্থকতা। এটাই মার্কসের দর্শন (মাও-এরও; রবীন্দ্রনাথেরও[২])। ভবিষ্যতে কোন দিন শ্রমিক শ্রেণী তার সৃষ্টিশীলতা দিয়ে সবার দারিদ্র ঘোচাতে পারবে এই স্বপ্নও মার্কসের ছিল, কিন্তু সেটা অনেক দুরের স্বপ্ন যেখানে কোন কম্যুনিষ্ট দেশ বহু বছরসময় পেয়ে থাকলেও পৌঁছাতে পারে নি।

২. বাংলাদেশে চরম খাদ্য-সংকটের সৃষ্টিশীল মোকাবিলার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্তঃ

সৃষ্টিশীল মানুষ যে কোন বড়ো সংকটের মোকাবিলার জন্য পদক্ষেপ নেয় এবং সমস্ত বিশ্বকে তাক্ লাগিয়ে দেয় তার অসাধারণ পদক্ষেপ দিয়ে, এতে সংকটটির পূরো সমাধান হোক্ বা না হোক্ ।

বাংলাদেশে চরম খাদ্য-সংকটের মোকাবিলা করেছিল দেশের মানষ মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন দেশপ্রেমিক যুদ্ধে সরাসরি বা সহযোগী হিসাবে অংশীদার সবাই যা আছে তাই একত্রে ভাগ করে নিয়ে খেয়েছিল, কম হলে একত্রে কম খেয়েছিল। চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের সময় রংপুরের স্বনির্ভর আন্দোলন বিশ্ব-ইতিহাসে দুর্ভিক্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মোকাবিলা

দেখিয়েছিল অসম্মানজনক লঙ্গরখানা প্রত্যাখ্যান করে, গ্রামে গ্রামে গনজমায়েত করে সবার ঘরে যা ধান আছে তার ওপর কম্যুনিটির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করে, এবং যাদের ঘরে কিছু ছিল না এবং বন্যায় গতানুগতিক কাজ ভেসে গিয়েছিল তাদের জন্য সম্মানজনক কাজ উদ্ভাবন করে কাজের বদলে অন্ততঃ একবেলা খাবার ব্যবস্থা করে সবাইকে বাঁচিয়ে রেখে[৩] । এই পন্থায় গ্রামে ধানের মজুত আরো কম থাকলে সবাইকে বাঁচিয়ে রাখা যেত কিনা সেটা বড়ো কথা নয়, চরম দুর্যোগের সম্মানজনক মানবিক মোকাবিলা করে নিজেদের মনুষ্যত্ব ও সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দেয়াই বড়ো কথা ।

এদেশের বাম আন্দোলন চুয়াত্তরের খাদ্য-সংকটের এই অসাধারণ মোকাবিলার কোন স্বীকৃতি দিয়েছে বলে আমার জানা নেই - এই আন্দোলনের স্বপ্নদ্রষ্টা জিলা কৃষি অফিসার মমতাজউদ্দীন খান তো ঘোষিত মার্কসবাদী ছিলেন না । তাছাড়া, আমার মনে হয়েছে যে এদেশের মার্কসবাদীরা শোষিতদের প্রতিবাদী আন্দোলনের জয়গানই বেশি গেয়ে চলেছেন, তাদের অসংখ্য গঠনমূলক সৃষ্টিশীল আন্দোলনে তেমন উৎসাহিত হন নি বা তা থেকে কিছু শিক্ষা নেবার প্রয়োজন মনে করেন নি । আমাদের এই ত্রুটি জাতিগত, এবং প্রতিবাদী আন্দোলনে অসাধারণ নেতৃত্ব দেখেই ধরে নেয়া হয় যে গঠনমূলক পর্য্যায়েও এই নেতৃত্বই যথেষ্ট, যে ধারণার অসারতা এবং চরম ক্ষতিকরতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অসাধারন নেতৃত্ব দানকারী শেখ মুজিবর রহমানের স্বাধীনতার পর দেশগঠনে নেতৃত্বদানে চরম ব্যর্থতা ।

৩. দেশের খাদ্য-সংকট মোকাবিলার জন্য গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক সংস্কারের আশু প্রয়োজনীয়তাঃ

আমি ইতিপূর্বে বিভিন্ন ফোরামে বলেছি ও লিখেছি যে আমাদের সামাজিক ও উন্নয়ন সংকট শুধু সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রশ্ন নয়, মৌলিক আর্থ-সামাজিক সংস্কারের প্রশ্ন, বিশেষ করে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক সংস্কারের প্রশ্ন, যদি আমরা বিদেশী পুঁজির কাছে দেশের সস্তা শ্রম বিক্রীর প্রসারকেই উন্নয়নের সংজ্ঞা বলে গণ্য না করি[৪] । আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ও মুক্তিযুদ্ধে এরকম সংস্কারের প্রতিশ্রুতি অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল, কিন্ত স্বাধীনতা-পরবর্তী জোতদার সরকার এই প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে দেশকে বৈষম্য ও দুর্নীতির পথে পরিচালিত করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করে তার জবাব আজ পর্যন্ত তাদের কাছে চাওয়া হয় নি । দুঃখজনকভাবে দেশের তথাকথিত ”সুশীল সমাজের” শ্রদ্ধেয় বুদ্ধিজীবি নেতারাও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাদের পরম আনুগত্য জাহির করেও এই প্রশ্নটি সযত্নে এড়িয়ে চলেছেন যেন দেশের পক্ষে তার দারিদ্র একজিবিট করে বিদেশিদের কাছে হাত পেতে থাকাটা এবং এই দুর্বৃত্ত পার্টি বা ওই দুর্বৃত্ত পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক রাখাটা তারাও নিজেদের জন্য লাভজনক মনে করছেন ।

বিদেশি পুঁজি এদেশের সস্তা শ্রম শোষণ করবার জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তথা নির্বাচনী ও সংসদীয় কোন্দল থামিয়ে ’গুড্ গভরনেন্স’মাত্র চাচ্ছে । কিন্তু এটা কোন উন্নয়নের পথ নয়, এমনকি

মানুষের দারিদ্র বিমোচনেরও পথ নয়, কারণ শ্রমের সস্তা মূল্য মানুষকে গবাদি পশু জ্ঞান করে তার পশুসত্ত্বারই ন্যূনতম বাঁচবার চাহিদা পূরণ করে, তার মানবিক প্রয়োজন-আশা-আকাঙ্খার মাপকাঠিতে তার দারিদ্র বিমোচন করে না। তাছাড়া দেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বৃহদাংশ গ্রামীণ দুর্বৃত্তদেরই কবলে প্রতিদিন বাঁচবার জন্য তাদের সঙ্গেই পেট্রন-ক্লায়েন্ট সম্পর্কে আবদ্ধ বলে নির্বাচনে তারা নিজ নিজ পেট্রনদেরই ভোট দিতে মোটামুটি বাধ্য, এবং এই 'আধা-সামন্তবাদী' আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের অবসান যে কোন দেশেই যে অর্থবহ গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত একথা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। এশিয়ার 'টাইগার' দেশগুলি তাদের উন্নয়নে এবং দারিদ্র বিমোচনেও এই মহাদেশের অন্যান্য দেশের চাইতে বাঘালাফে এগিয়ে গিয়েছে আমূল গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক সংস্কার করেই। আমাদের পরিবারতান্ত্রিক বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রভু-গোষ্ঠীরা নিজেদের ক্ষমতা ও ভোগ-অর্থলিপ্সা চরিতার্থ করতে বিদেশি প্রভুদের পদলেহন করে চলেছেন, একে অন্যের সম্বন্ধে নালিশ দেশের জনগনের কাছে না করে ওয়াশিংটনের 'পিতা'র কাছে করে চলেছেন, আর এই 'পিতা'র অনুচর বিশ্বব্যাঙ্কের 'কাঠামোগত সংস্কার'মালায় গ্রামীন আর্থ-সামাজিক সংস্কারের স্থান নেই বিধায় এই প্রশ্নটিও এড়িয়ে চলেছেন যা নিজেদের ক্ষমতা রক্ষার ও দেশের ও বিদেশের সম্পদ লুণ্ঠন করবার পক্ষেও অনুকূল। কিন্তু এই দুর্বৃত্ত-রাজ/অর্থনীতি আজ তার আন্তঃসংঘাতেই দেশকে এমন এক ভয়াবহ স্থানে এনে দিয়েছে যেখান থেকে আমাদের বিশ্বপ্রভুদেরও এদেশকে পুরানো তথাকথিত গনতন্ত্রের ছাঁচের মধ্যে টেনে তোলা প্রায় অসম্ভব হয়েই পড়েছে। তাই এসময়ে শুধু 'গনতন্ত্র-গনতন্ত্র' জপ্ না করে মৌলিক গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক সংস্কারের প্রশ্ন নিয়ে সারা দেশে চিন্তা-আলোচনার ঢেউ বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এই সংস্কারে নানান্ অন্যায়-অত্যাচারের মাধ্যমে ক্ষমতাহীনদের যে সব জমিজলা হস্তান্তর হয়েছে তা ফিরিয়ে দেয়া, খাস জমি-জলা দেশের আইন অনুযায়ী সত্যিকারের ভূমি/জলাহীনদের মধ্যে বিতরণ করা, লাঙ্গল/জাল যার জমি/জলা *তার* এই নীতি অনুযায়ী জমি/জলার মালিকানা পুনর্বন্টন করা, এবং কৃষি জমির অকৃষি ব্যবহার বন্ধ করা প্রয়োজন[৫]।

আমি জানি দেশের বাম শক্তিবর্গ এরকম সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অনেক ভেবেছেন, কিন্তু নানা কারণে হয়তো তাঁরা এব্যাপারে ততো সোচ্চার হতে পারেন নি যা হবার সময় আজকে দেশে গনতন্ত্রের সংকট এবং খাদ্য সংকট এই উভয় সংকট মিলে এনে দিয়েছে। আমার কিন্তু মনে হয়েছে, ভুল হলে মার্জনা করবেন, যে দেশের বাম শক্তিবর্গ দেশের গণমানুষের সৃষ্টিশীল ক্ষমতার প্রতি তেমন আস্থাশীলও নন, গঠনমূলক কাজে তাদের এরকম ক্ষমতার প্রয়োগের প্রকাশ সম্বন্ধে জানতেও তেমন আগ্রহী নন। তারা বহু দশক আগের সেই অনুপ্রেরণাময় তেভাগা আন্দোলন আজকেও ন্যায্যতই স্মরণ করছেন, কিন্তু রংপুরের অসাধারণ, প্রায় অবিশ্বাস্য স্বনির্ভর আন্দোলনের খাদ্য সংকট মোকাবিলায় পরম অনুপ্রেরণাময় উদ্যোগে তেমন আগ্রহ দেখান নি মনে হয়েছে। আরো উদাহরণস্বরূপ আশীর দশকে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার মহেশ্বরচান্দা গ্রামের কৃষকরা ও তরুণরা তাদের গ্রামে একটা বড়ো রকমের ভূমি সংস্কারই করে ফেলেছে যাও অবিশ্বাস্যই – তারা সর্বোচ্চ

ফলনের জন্য গ্রামে জমি স্বেচ্ছায় পুনর্বন্টন করে, আইল উঠিয়ে দেয় এবং আধুনিক পদ্ধতিতে যৌথ চাষ করে গ্রামে কৃষি-বিপ্লব করে, তাছাড়া আরো অনেক ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ নিয়ে গ্রামে একটা অত্যন্ত প্রগতিশীল আর্থ-সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলে। আমার বিচারে রংপুর ও মহেশ্বরচান্দার এই উদ্যোগগুলি তেভাগা আন্দোলনের মতোই বারে বারে স্মরণ করবার মতো অনুপ্রেরণাময় ঘটনা, এবং উপরন্তু এগুলি গঠনমূলক বলে এগুলি থেকে সমতাবাদী পথে দুই রকমের খাদ্য সংকট মোকাবিলার -- একটি চরম দুর্ভিক্ষ-অবস্থায় এবং আর একটি স্বাভাবিক অবস্থাতেই খাদ্য ঘাট্তি সমস্যার - শিক্ষনীয় ও অনুকরনীয় পন্থা এদেশের মাটিতেই, আমাদের কৃষককুল দ্বারাই সহযোগী দেশপ্রেমিক কৃষিবিজ্ঞানী বা সমাজকর্মীর সহায়তায় এবং তরুণদের সহযোগিতায় উদ্ভাবিত হয়েছে।

আরো উদাহরণ দেয়া যায়, যেমন কুমিল্লার ইলিয়টগঞ্জ ইউনিয়নে তিনটি উপজেলায় সাতটি গ্রামের ৩৫০টির মতো চাষী তাদের বর্ষায় জলে-ডোবা ধানী জমি একত্র করে যৌথ মাছ চাষ করে আর একটি বিপ্লব ঘটিয়েছে যাও অত্যন্ত অনুপ্রেরণাময় সৃষ্টিশীল একটি উদ্যোগ। একই সঙ্গে এরকম উদ্যোগী চাষীরা নিজেদের প্রাযুক্তিক জ্ঞান উন্নত করবার জন্য নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে কৃষি বিজ্ঞানীদের সহায়তা নিয়েছে এবং বেশ কিছু দেশপ্রেমিক কৃষি বিজ্ঞানী চাষীদের এরকম উদ্যোগে তাদের জ্ঞান দিয়ে সহায়তা করছেন। নিজেদের শিক্ষা উন্নত করবার এই প্রয়োজনীয়তাবোধ থেকে অল্প আয়ের গ্রামীণ ক্ষেতমজুররা ডিহি ইউনিয়নের সর্ষা উপজলায় নিজেরা চার আনা-আট আনা করে চাঁদা দিয়ে পাবলিক লাইব্রেরী করেছে যেটা শুধু বই পড়বারই জায়গা নয়, এই অভিনব লাইব্রেরী বিভিন্ন উৎপাদন প্রক্রিয়া, স্বাস্থ্যচর্চা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ নেবারও ব্যবস্থা করে লাইব্রেরীর সংজ্ঞাকেই বদলে দিয়েছে। কৃষকদের আর একটা বড়ো সমস্যা আমরা সবাই জানি, যে তারা ভালো ফসল করলেও তার ন্যায্য মূল্য পায় না যেহেতু তাদের কষ্টার্জিত ফসল তারা নিজেরা ধরে রাখতে পারে না গুদামজাত করবার সুযোগের অভাবে - মাস দুই আগে আমি নিজে লক্ষ্মীচাপ ইউনিয়নের আকালুগঞ্জ এলাকার শিশাতলী বাজার অঞ্চলে গিয়ে দেখে এসেছি কয়েকটি গ্রুপের চাষীরা 'গনগবেষনা' (গ্রুপে মিলিত হয়ে নিজেরা সমস্যার সমাধান সন্ধান) করে নিজেরা একটি 'ধান-ব্যাঙ্ক' স্থাপন করেছে যেখানে তারা মাঠ থেকে ধান তুলে রেখে দেয় এবং ধানের দাম বাড়লে বিক্রী করে। কোন কোন জায়গায় চাষীরা সমবায় করে তাদের ভাষায় "রাখি বিজনেস"ও শুরু করেছে, অর্থাৎ মধ্যস্বত্বকে পাশ কাটিয়ে নিজেদের পণ্য তাদের সমবায়ের মাধ্যমে তারা নিজেরাই বাজারজাত করে উদ্বৃত্তটা নিজেরাই রাখছে। কোন কোন জায়গায় গনগবেষনা গ্রুপ কোঅপারেটিভ্ কনজুমার স্টোরও চালু করেছে বলে খবর আসছে যা একই আয় দিয়ে ব্যয় কমিয়ে দারিদ্য বিমোচনের একটি পন্থা যে-পন্থার ধারণা দারিদ্র-বিমোচন গবেষকদের মাথায় এখনো আসে নি। সবশেষে, দেশের নানা স্থানে অত্যন্ত নিম্ন আয়ের মানুষরা নিজেদের সঞ্চয় ও ঋণ ফান্ড চালু করেছে - সারা দেশে এরকম হাজার হাজার গ্রুপের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে - নিজেদের মধ্যে প্রয়োজনে-দু:সময়ে অত্যন্ত সহজ শর্তে ঋণ দেবার জন্য - এরকম ফান্ড তারা নিজেরাই ম্যানেজ করছে, এবং

ঋণগ্রহীতার ঋণ শোধ দিতে কোন বিশেষ অসুবিধা হলে গ্রুপ তার ঘরের চাল-ঘটিবাটি বাজেয়াপ্ত না করে তাকে উল্টে সহায়তা দিচ্ছে তার অসুবিধা মোকাবিলা করবার জন্য। এসমস্ত ব্যাপারে অনেক তথ্য সম্প্রতি দেশের প্রায় সত্তরজন সাংবাদিক রিইব (রিসার্চ ইনিয়েটিভস্ বাংলাদেশ)-এর একটি গবেষণা প্রকল্পে উদঘাটন করেছে[৬], এবং আবুল বরকতের নেতৃত্বে একটি গবেষণা-টীম 'নিজেরা করি' সংস্থার আওতায় ভূমিহীনদের সাড়ে বারো হাজারের ওপরে স্ব-পরিচালিত গ্রুপ-ভিত্তিক সঞ্চয় ও ঋণ প্রকল্পের খতিয়ান পেশ করেছে[৭]।

অল্প কথায় এরকম কিছু সৃষ্টিশীল দৃষ্টান্তের কথা বল্লাম এই জন্য যে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক সংস্কার হিসাবে শুধু জমি-জলার পুনর্বন্টন করলেই, অথবা খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করলেই, দেশের কৃষককুলের খাদ্য সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না, অনেকেই এইভাবে পাওয়া জমি-জলা রাখতে পারবে না কোন বিশেষ কারণে অর্থের জরুরী প্রয়োজন হলে জমি ছেড়ে দিতে অনেকেই বাধ্য হবে। এর দায়িত্ব কিছুটা সরকারী প্রশাসনের ওপর অবশ্যই থাকবে - যেমন সার-বীজ-প্রযুক্তি-ঋণ ইত্যাদি প্রয়োজনমতো সরবরাহ করবার দায়িত্ব। কিন্তু এগুলি কখনোই যথেষ্ট হবে না যদি কৃষক-জেলেদের নিজস্ব গ্রুপ বা সংগঠন বিশেষ প্রয়োজনে-দু:সময়ে পরস্পরের পাশে না দাঁড়ায় যাতে কাউকে জমি কখনোই হাতছাড়া করতে না হয়। এই উদ্দেশ্যে মনে হতে পারে খাস জমি-জলা বা অন্য জমি-জলা বন্টন/পুনর্বন্টের পর সমবায়-ভিত্তিক চাষ উৎসাহিত করা প্রয়োজন। কিন্তু আমার মনে হয় না এরকম নীতি জমির পুনর্হস্তান্তর বন্ধ করতে যথেষ্ট হবে। যারা আগে থেকেই নিজেরা কোন সলিডারিটি গ্রুপ করে পারস্পরীক সহযোগীতা-সাহায্যের একটা সংস্কৃতিতে দীক্ষিত নন তাদের পক্ষে হঠাৎ এরকম সমবায় করে বাকী জীবন কাটাবার সংস্কৃতি সহজ বা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। বিশেষ করে পাশাপাশি জমি দেয়া হয়েছে এরকম কৃষকদেরই তো সমবায়-ভিত্তিক চাষ করতে হবে আগে থেকে তাদের পরস্পরের সঙ্গে তেমন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক না থাকলেও, এবং এটা তেমন সহজ হবে না। এই জন্য ভূমি-জলাহীনদের মধ্যে জমি-জলা বিতরণের পর তার আবার হস্তান্তর রোধ করতে হলে যারা আগে থেকে পারস্পরীক সহযোগীতা-সাহায্যের সংস্কৃতিতে দীক্ষিত তাদেরই অগ্রাধিকার-ভিত্তিতে, এবং পাশাপাশি, জমি-জলা দেবার নীতি নেওয়া প্রয়োজন হবে। এছাড়া যেসব জায়গায় সুবিধাবঞ্চিত মানুষরা পারস্পরীক সহযোগীতার মাধ্যমে বিভিন্ন সৃষ্টিশীল উদ্যেগ নিয়ে জীবনে এগিয়ে যাচ্ছে যার কিছু দৃষ্টান্ত ওপরে দিয়েছি তাদের কাছ থেকে এরকম অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত মানুষের যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে "পিপল্-টু-পিপল্ উন্নয়ন সহযোগিতা ও শিক্ষা"র মাধ্যমে গ্রুপ/যৌথ উন্নয়ন-ভিত্তিক উন্নয়নের সংখ্যাগত ও গুণগত প্রসার ঘটানো গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক সংস্কারের একটি প্রধান কৌশল হওয়া জরুরী হবে। ভূমি-জলা সংস্কারে একই সঙ্গে এই সমস্ত পদক্ষেপ না নিয়ে শুধু "লাঙ্গল/জাল যার জমি/জলা তার" এই নীতির প্রয়োগ অত্যন্ত ভুল হবে। এর জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের গঠনমূলক সৃষ্টিশীল উদ্যোগসমূহ দেখতে যাওয়া, তাদের উদ্যোগ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা, তাদের উদ্যোগের স্বরূপ অনুয়ায়ী অন্যান্য স্থানের সুবিধাবঞ্চিত

মানুষের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ করিয়ে দেয়া গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক সংস্কারের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কৌশল বলে গণ্য করা প্রয়োজন হবে।

ভূমি/জলা বিতরণে উপরোক্ত যৌথ উদ্যোগ চাইবার কৌশল অবশ্য যাদের খাস জলা-জমি নতুন করে দেয়া হবে তাদের বেলাতেই প্রযোজ্য। বর্গাচাষী বা ক্ষেত/জলা-মজুর যাদের আগের জমি/জলারই মালিকানা দেয়া হবে তাদের বেলায় এই কৌশল প্রযোজ্য নয়। তাদের বেলায় স্বেচ্ছাধীন পারস্পরীক সহায়তা-মূলক গ্রুপগঠন প্ররোচিত করবার চেষ্টা/আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে এবং কৃষক-জেলেদের পঞ্চায়েতের মতো 'সমাজ' গঠন করে বিশেষ দু:সময়ে পারস্পরীক সাপোর্ট সিস্টেমের ব্যবস্থা করতে হবে, অন্য স্থানের সফল গ্রুপ-ভিত্তিক কর্মকান্ডের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্যোগ নিতে হবে। দেশের কয়েকটি অঞ্চলে প্রাথমিকভাবে রিইব ও হাঙ্গার প্রজেক্টের উদ্যোগে সুবিধাবঞ্চিত পুরুষ ও মহিলারা <u>গনগবেষণা গ্রুপ</u> গঠন করছে বাইরে থেকে কোনরকম অর্থসাহায্য ছাড়াই, যারা গ্রুপ-ভিত্তিক ঋণ-প্রকল্প সহ বিভিন্ন রকম গ্রুপ কর্মকান্ডে লিপ্ত হচ্ছে, এবং ক্রমে এরকম প্রাথমিক গ্রুপরাই তাদের আশে-পাশের এলাকায় গ্রুপ গঠনে এনিমেটরের কাজ করছে। দেশের বাস্তব অবস্থার জন্যই-যে এরকম প্রক্রিয়ার বিস্তার হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়। সম্প্রতি অধ্যাপক মুঈনুল ইসলাম দেশের নানা স্থানে এরকম গণগবেষণা গ্রুপের ওপর একটি স্টাডি করেছেন যার রিপোর্টের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। মনে হয় দেশের বামশক্তিবর্গ এরকম প্রক্রিয়ার সঙ্গে তেমন পরিচিত নন এবং হয়তো খুব সঙ্গত কারণেই বিদেশি-অর্থায়িত এন,জি,ও-দের প্ররোচনায় দেশের সুবিধাবঞ্চিতদের এরকম গনগবেষণা তথা গ্রুপ গঠন সম্বন্ধে সন্দিহানও। তবে এরকম এনিমেশন কাজ তাঁরা নিজেরাও করবার কথা বোধ হয় চিন্তা করতে পারেন যাতে তাঁদেরই আওতায় সুবিধাবঞ্চিতদের আরো গ্রুপ-সংগঠন গড়ে ওঠে যার জন্য অর্থের প্রয়োজন খুবই সামান্য হবে। "গনগবেষণা"র মতো প্রগতিশীল প্রক্রিয়া শুধু বিদেশি-অর্থায়িত এন,জি,ও-দের হাতে কেন ছেড়ে দেয়া হবে[৮]?

এসমস্ত রকম পদক্ষেপ ছাড়া দেশে একটি বিরাট আন্দোলনের প্রয়োজন হবে: এটি হল গনশিক্ষার। এসম্বন্ধেও আমি পূর্বে লিখেছি এবং বিশেষ করে ৬ই এপ্রিলের নাগরিক সংলাপে তরুণদের জন্য অধিবেশনে বলেছি এরকম একটি আন্দোলনের উদ্যোগ নিতে[৯]। স্বাধীনতার পরে দেশের তরুণ সমাজ যে দেশের বিভিন্ন স্থানে গণশিক্ষার আন্দোলনে নেমে গিয়েছিল অত্যন্ত দেশপ্রেমী প্রগতিশীল চেতনা নিয়ে সেই আন্দোলনও ওপরতলা থেকে অ-দেশপ্রেমী পথে যাত্রার স্রোতের তোড়ে স্তিমিত হয়ে যায়। সেই তরুণদের মতো আমিও দেশের কৃষক-জেলেদের সম্বন্ধে ঢালাওভাবে কোনরকম রোমান্টিক ধারণা পোষণের পক্ষপাতি নই যদিও বিশেষ বিশেষ কোন ব্যক্তি সাক্ষর না হয়েও অসাধারণ সৃষ্টিশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা দেখাতে পারে। আধুনিক বিশ্বের প্রতিযোগীতায় টিঁকে থাকতে হলে সার্বিকভাবে দেশের কৃষক-জেলে ও অন্যান্য উদ্যোগীদের 'সক্ষমতা' বাড়াতে হবে যে ব্যাপারে এশিয়ার 'টাইগার' দেশগুলি বিশেষ জোর দিয়েছিল, আমাদেরও দিতে হবে, আমাদেরও একটি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত জাতি হতে হবে। এই উদ্দেশ্যে একটি <u>জাতীয় শিক্ষা-</u>

আন্দোলন পরিচালনা করবার জন্য আমি দেশের দেশপ্রেমিক তরুণ এখনো যারা আছে তাদের যে আহ্বান করেছি এরকম আমার একলার আহবানের তেমন বিশেষ মুল্য নেই যদি দেশের প্রগতিশীল মহল এই প্রশ্নকে তেমন অগ্রাধিকার না দেন এবং এরকম একটি আন্দোলনে নিজেরা নেমে না যান। ভূমি-জলা সংস্কারের দেরী আছে, এখন শুধু আমরা এব্যাপারে দেশপ্রেমিক সবার সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টার পর্যায়ে রয়েছি। হয়তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে মৌলিক পরিবর্তন হলে, যে সম্ভাবনা দরজায় করাঘাত করছে কিন্তু এখনো নিশ্চিত নয়, সে দেশের বড়ো করপোরেশনগুলির নিজের দেশের শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের প্রয়োজন এড়িয়ে আমাদের মতো দেশের সস্তাশ্রম শোষণ করবার নীতিতে পরিবর্তন বা বাধা আসতে পারে, এবং তখন আমাদের দেশে গ্রামীণ সংস্কারে আমাদের বিদেশি 'প্রভু'দের ততোটা আপত্তি নাও হতে পারে। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা ক্যাম্পেন যার প্রকাশ্য বিরোধীতা করা কোন 'জোতদার'-গ্রামীণ মালিক সরকারের পক্ষেও কঠিন হবে তার জন্য দেশের প্রগতিশীল মহলের অপেক্ষা করবার কোন যুক্তি আমি দেখছি না। এবং এরকম একটি আন্দোলনে শরীক হয়ে দেশের প্রগতিশীল নেতৃত্ব গণমানুষের আরো কাছে আসতে পারবে এটি কি একটি বিরাট সুযোগ নয়?

৪. সংকটকে সুযোগে পরিণত করা

সবশেষে, এদেশের খাদ্য সংকট যদি সত্যিই একটা চরম অবস্থা ধারণ করে তাহলে এটিকে সমাজের এগিয়ে যাবারই একটি বড়ো হাতিয়ার হিসাবে জাপটে ধরবার সুযোগও তো আসবে যদি দেশের প্রগতিশীল মহলে সেরকম সৃষ্টিশীল নেতৃত্ব থাকে। এরকম সংকট দেশে মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মানুষকে সজাগ করতেই শুধু অনুকুল নয়, মানুষের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক স্থাপন করে নতুন চেতনা ও সাংগঠনিক কাঠামো সৃষ্টির জন্যও অনুকুল।

এরকম সংকট আসলে চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে রংপুরের স্বনির্ভর আন্দোলনের মতো মানুষকে মবিলাইজ করবার, গনসংগঠন বাড়াবার, তাদের খাদ্যসংকট মানবিকভাবে মোকাবিলা করবার, এবং সেই সূত্র ধরে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করবার এবং জাতীয় নির্বাচনে তাদের সত্যিকার প্রতিনিধি বা শুভার্থী দাঁড় করাবার সুযোগ কোন কোন জায়গায় কী একটুও বাড়বে না? প্রগতিশীল শক্তিবর্গের মধ্যে কেউ কেউ যদি এখনো গ্রামীণ দুর্বৃত্তদেরই কোন পার্টির সঙ্গে আঁতাত করে সংসদে কয়েকটি আসন পাবার চেষ্টার নীতি নিয়ে থাকেন যে নীতি সফল হলে দুর্বৃত্ত পার্টিরই লাভ নিংসন্দেহে বেশি হবে, তাঁরা কী এই বিকল্পটি একটু চিন্তা করবেন না? এমনকি, এদেশের খাদ্য সংকট বাম্পার বোরো ধানের কল্যানে আপাততঃ কিছুটা প্রশমিত হলেও দেশের সার্বিক উন্নয়ন-সংকটের প্রত্যুত্তরেই কি জনগনের কাছে সাক্ষরতা আন্দোলন নিয়ে যাওয়া, "পিপল্-টু-পিপল্ উন্নয়ন সহযোগীতায় সহায়তা করা", নেপালের বিপ্লবীদের মতো - যাদের 'বিপ্লব' বিশ্বমঞ্চে সমাজতন্ত্রের পরাজয়ের পর সবচেয়ে তাৎপর্যপুর্ণ ঘটনা বলে আমার মনে হয় - জনগনের আস্থাভাজন হয়ে সরাসরি নিজেদের সেবা ও নেতৃত্বগুণে

জনগনের ভোট পাবার চেষ্টা করবার মতো কোন বিকল্প চিন্তা কি তাঁদের মনে আসবে না?

*২৮ এপ্রিল ২০০৮ তারিখে ঢাকায় বাম ফোরামের দেশের খাদ্য সংকটের ওপর আলোচনা সভায় পরিবেশিত।

---

[১] এই প্রশ্ন সম্বন্ধে চিলিয়ান সমাজবিজ্ঞানীদের গভীর বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য - এর আলোচনার জন্য মো, আনিসুর রহমান. "পভার্টি, ওভারকামিং পভার্টি এন্ড সেল্ফ রিয়েলাইজেশন - ইনসাইটস্ ফ্রম পিপলস্ সেল্ফ ইনিসিয়েটিভস্ ইন বাংলাদেশ", *বাংলাদেশে গণগবেষণা,* ১ম বর্ষ সংখ্যা ২, জুন ২০০৭: পৃ ৪৫ দেখুন।

[২] রবীন্দ্রনাথের দারিদ্র-দর্শনের জন্য মো. আনিসুর রহমান: 'দারিদ্র' চিন্তার মানবিককিরণ এবং দেশীয় দারিদ্র-জ্ঞানতত্ত্ব নির্মানের পথে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পঞ্চদশ দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে দারিদ্রের ওপর বিশেষ অধিবেশনে পরিবেশিত। ১০ ডিসেম্বর ২০০৪। লেখকের রবীন্দ্রনাথের সার্বিক সমাজ-উন্নয়ন দর্শনের ওপর আলোচনা "রুটস্ াব একশন রিসার্চ এন্ড সেল্ফ রিলায়েন্স থিঙ্কিং ইন্ রবীন্দ্রনাথ টাগোর" , একশন রিসার্চ, সেজ পাবলিকেশনস্, লন্ডন, ভল্যুম ৪, ইস্যু ২, জুন ২০০৬ প্রবন্ধে।

[৩] মো. আনিসুর রহমান. পথে যা পেয়েছি ২য় পর্ব. অ্যাডর্ণ পাবলিকেশন. ২০০৪. পৃ: ৮৮-৯০; ১৪০-১৪৩।

[৪] মো. আনিসুর রহমান. "বাংলাদেশে গ্রামীণ আর্থসমাজ সংস্কার" ১০ই নভেম্বর ২০০৭ তারিখে ঢাকায় এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট আয়োজিত গোল টেবিল আরোচনায় পরিবেশিত। আনিসুর রহমান ও আবুল বরকত. দারিদ্র, বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবসানে ভূমি, কৃষি ও জলা সংস্কার অপরিহার্য এ,এল,আর,ডি প্রকাশনা. জানুয়ারী ২০০৮. একই ইস্যুতে ইংরেজী সংস্করণ: রুরাল রিফর্ম ইন বাংলাদেশ - মিসিং দি অপরচুনিটি টু ফ্রি দি রয়াল বেঙ্গল টাইগার। প্রবন্ধটির বাংলা সংস্করণ আরো বেরিয়েছে দৈনিক যুগান্তর ১২ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে এবং সাপ্তাহিক রোববার ৩০ বর্ষ ৪ সংখ্যা ২৩ মার্চ ২০০৮ সংখ্যায়, এবং ইংরেজী সংস্করণ মাসিক ফোরাম পত্রিকায় মার্চ ২০০৮ সংখ্যায়।

[৫] দেশে খাদ্য সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীন আর্থ-সামাজিক সংস্কার আজকের আলোচ্য বিষয় বিধায় গ্রামীণ শিল্প বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা এই আলোচনায় আনা হচ্ছে না।

[৬] কুররাতুল আইন তাহমিনা, নইমুজ্জামান মুক্তা, শিশির মোড়ল, প্রিসিলা রাজ ও অন্যান্যদের গবেষণা রিপোর্ট সমূহ (অপ্রকাশিত), রিইব, ২০০৫-৬।

[৭] আবুল বরকত ও অন্যান্য. ডেভেলপমেন্ট অ্যাজ কনসিয়েন্টাইজেশন, দি কেস অব নিজেরা করি ইন্ বাংলাদেশ। ইউ,পি,এল, ঢাকা, ২০০৮: পৃ ৩৬১-৩৬৪।

[৮] আমার কাছে একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে মান্থলি রিভ্যু পত্রিকার পরলোকগত প্রাক্তন সম্পাদক তাঁর সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবি পল সুইজি লিখেছিলেন যে "গণগবেষনা"র ধারণার মধ্যে তিনি মার্কসীয় চিন্তার "সত্যিকারের নির্যাস" পাচ্ছেন - তাঁর চিঠি থেকে এই উদ্ধৃতি আমি আমার সাম্প্রতিক প্রকাশিত আত্মকথা থ্রু মোমেন্টস্ অব হিস্ট্রী (পাঠক সমাবেশ ২০০৮) বইতে প্রকাশ করেছি গনগবেষণার ধারণা সম্বন্ধে তাঁর মূল্যায়নের নিদর্শন হিসাবে।

[৯] মো: আনিসুর রহমান."কাঙ্খিত বাংলাদেশ ও তরুণ প্রজন্ম"। দৈনিক যুগান্তর ৮ এপ্রিল ২০০৮, এবং "দেশ উন্নয়নে তরূণ সমাজ" শিরোনামে দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ এপ্রিল ২০০৮।